প্রধান শব্দগুলিঃ
সমতা
একতা
ঐক্য
ভ্রাতৃত্ববোধ

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

26 April 2024 / 17 Syawal 1445H

মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ، أُوصِيكُم وَنَفسِي بِتَقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَد فَازَ الـمُتَّقُونَ.

শুক্রবারের জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহুতা'আলার সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি| মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাঁরা এই দুনিয়ার এবং পরকালের সফল মানুষ। আমীন!

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আমাদের নবী করিম (সঃ) একদা বলেছিলেন, " পৃথিবীর সকল মানুষ এক আদমের সন্তান, এই আদমকে কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল"। (ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, এইটাই আমাদের মানুষের জীবনের এক বড় গোলকধাঁধা। আমাদের বাহিরের চেহারা, ত্বকের রঙ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে আমরা সকলেই এক আদম সন্তানের বংশধর যদিও আমরা সকলেই এক রকম নই। আমাদের নবী করিম (সঃ) কেন তাঁর সাহাবীগণকে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে মনে করিয়ে দিতে চান? এর কারণ ইসলাম আমাদেরকে এই ধর্মের সমতার নীতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। অন্য মানুষ এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু কর্তৃক সৃষ্ট সকল প্রাণির প্রতি যথাযথ আচরণ করার শিক্ষা আমরা এখান থেকে পাই। এখন তাহলে এই প্রশ্নটি আসে যে, আমরা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান বিভেদগুলিকে যদি সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃতি দেই তাহলে আমরা কিভাবে সমতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করব?

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

ইসলামের ইতিহাসকে গভীরভাবে দেখলে আমরা দেখতে পাবো এখানে আমাদের নবী করিম (সঃ) তাঁর চারপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানারকম আচার ব্যবহার, প্রচলিত প্রথাগুলি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলির বৈচিত্রময় বিশেষত্বগুলিকে আন্তরিকতার সাথে উদযাপন করতেন। আনসার এবং মুজাহিদিনদের যে জীবনযাপন পদ্ধতির ভিন্নতা ছিল, তা তিনি সম্মানের সাথে বিবেচনা করতেন। জাতিগত ভিন্নতাবিশিষ্ট মানুষের এই মদীনা শহরে সকলের মধ্যে সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি মদীনাতে একপ্রকার আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে মদীনার সংবিধান প্রনয়ণ করেন যা ভিন্ন সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সাহায্য করেছিল। এটা তাঁদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, পারস্পারিক সহায়তা তৈরী করতে এবং জনকল্যাণ রক্ষায় সাহায্য করেছিল।

সম্মান্নিত ভাই ও বোনেরা,

পবিত্র শাওয়ালের এই সুন্দর মাসে, যখন আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও অতিথি বৃন্দ যারাই আনন্দ ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে, আমরা তাঁদের আপ্যায়ন করে আমাদের বাড়ির দরজা খুলে দিই আর ঠিক তখন আমরা পরোক্ষভাবে আমাদের নবীজী (সঃ)এর

অতিথিকে আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়ন করার শিক্ষাটাকেই প্রতিফলিত করি। একদা নবী করিম (সঃ) বলেছিলেন,

"مَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الأَخِرِ فَلْيُكرِمْ ضَيفَهُ"

অর্থঃ যে কোন মানুষ যিনি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে তিনি তাঁর অতিথির সমাদর করেন। (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এই পৃথিবীতে মানুষকে একা বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। মানুষ জন্মগতভাবেই সামাজিক মানুষ। এখানে আমাদের পরিবার আছে, পাড়াপড়শী নিয়ে এখানে আমরা বাস করি, বন্ধুত্ব তৈরী করে একত্রে কাজ করে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করি। এখানে আমরা সকলে ভাই-বোন, এখানে আমরা বয়স-লিঙ্গ- জাতীয়তা এবং অন্যান্য নানান বিভেদ উপেক্ষা করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকি। এটাই ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের মূল্যবোধ। আর এর একটি বড় উদাহরণ হলো, গত অক্টোবর থেকে মসজিদগুলিতে প্রতি শুক্রবারে কুনুত নাযিলাহ পাঠ করা। সুবহানাল্লাহু! ইসলাম প্রকৃতই একটি সুন্দর ধর্ম, তাই না কি? আমরা কি এখনও এই বিষয়ে নিশ্চিত নই যে ইসলাম মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষাদান করে?

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই জুম্মার খুতবায় আমাদের মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে ক্ষমার গুরুত্ব, একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাএবং আমাদের এই সম্পর্কগুলিকে যত্নের সঙ্গে লালন করা। আমাদেরকে আরো মনে করিয়ে দেয়া হয় যে রমযান মাসে আমরা যে ভাল মূল্যবোধগুলি চর্চা করে গেছি সেগুলি যেন আমরা সর্বদা মেনে চলতে এবং গুরুত্বের সাথে চর্চা করতে অবিচল থাকি। এর সবগুলি প্রচেষ্টার অর্থই হল মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে জাগ্রত রাখা।

একজন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ যে আল্লাহ সুবহানাহু তা আলাকে এবং তাঁর প্রেরিত রাসুল (সঃ)কে ভালবাসেন সে কখনই অন্য আরেকজন ইসলামে বিশ্বাসী মানুষকে অপমান করা, ছোট করা, দমন করা বা ক্ষতি করার চিন্তা করতে পারবেন না। তাঁরা সহজেই অন্যকে কঠিন কথা শুনাতে বা অপবাদ ছড়াতে পারবেন না, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। নবী করিম (সঃ) বলেছেন,

“তিনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ নন যিনি অন্যের নামে অপবাদ ছড়ায়, অভিশাপ দেয়, অকথ্য এবং অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন”। (ইমা্ম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত)

একজন ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ যখন আরেকজন বিশ্বাসী মানুষকে ছেড়ে যেতে পারেন না যখন সেই অন্য মানুষটি কোন সমস্যা, বিপদ বা দারিদ্র তাড়িত হন। বরং একজন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ আরেকজন মানুষকে দ্রুত সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং আন্তরিকতা ও যত্নের সাথে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। শুক্রবারের জামাতে ইমাম সাহেবগণ প্রায়ই সুরা আল লাহালের ৯০ নম্বর এই আয়াতটি পাঠ করে থাকেন,

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ"

অর্থঃ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা সকলকে ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন। তিনি অনৈতিকতা, দুর্ব্যবহার এবং নির্যাতন করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা তাঁকে স্মরণ করো।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

মানুষের ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক অবস্থা, জাতিগত পরিচয় ইত্যাদি সকল পার্থক্যসমূহ আসলে আমাদের জন্য অন্যকে জানার বা অন্যের কাছ থেকে আরো ভাল কিছু শেখার এবং সেখান থেকে সুবিধা লাভ করার একটা বড় সুযোগ। আমাদের মধ্যে এই পরিচয়গত ভিন্নতা বা

মতামত ধারণের ভিন্নতা যেন আমাদের ঐক্য এবং সাম্য প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে না দাঁড়ায় যে ঐক্য বা সমতা আমরা দীর্ঘদিন ধরে উপভোগ করে আসছি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে যেন তাঁদের একজন করেন যিনি অন্যকে সৎ পরামর্শ দেন এবং যিনি অন্য মানুষের সঙ্গে চমৎকার আচরণ করেন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ، وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ أَجْمَع يَا لَطِيْف رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.